IEDCR

চিকুনগুনিয়া বুলেটিন

সংখ্যা ২৯ তারিখঃ ৩১ জুলাই ২০১৭ সোমবার

সর্বশেষ পরিস্থিতি

- গত ৯ এপ্রিল হতে ৩০ জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত চিকুনগুনিয়া সনাক্তের জন্য আইইডিসিআর-এ প্রাপ্ত রক্তের নমুনা পরীক্ষায় নিশ্চিত চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫৯ জন।
- গত ১২ মে হতে অদ্যাবধি ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়া সম্ভাব্য চিকুনগুনিয়া ও চিকুনগুনিয়া পরবর্তী আর্থ্রালজিয়া রোগীর সংখ্যা ৮,৩৮১ জন।
- দেশের বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জন ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ। যদি কোন ব্যক্তি জ্বর এবং গিরায় ব্যাথা বা প্রদাহ নিয়ে চিকিৎসকের নিকট আসেন তবে তিনি সম্ভাব্য রোগী হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। আইইডিসিআর যাচাই-বাছাই করে সম্ভাব্য রোগীর সংখ্যা চূড়ান্ত করেছে।

জেলার নাম	সম্ভাব্য রোগীর সংখ্যা (৩১/০৭/১৭ বিকেল ৩টা পর্যন্ত)	যাচাই শেষে রোগীর সংখ্যা (৩১/০৭/১৭ বিকেল ৩টা পর্যন্ত)
দিনাজপুর	১	০
বগুড়া	৯	৫
জয়পুরহাট	১	০
বরিশাল	৪	০
গোপালগঞ্জ	১১	১
ঢাকা জেলা*	১৮	৫
নরসিংদী	১৮	১৩
মুন্সীগঞ্জ	২৩	৮
নারায়নগঞ্জ	৭	০
গাজীপুর	৮	৩
নেত্রকোনা	৩	১
হবিগঞ্জ	৩	০
লক্ষ্মীপুর	৩	০
চট্টগ্রাম	২৩	৫
রাজশাহী	১	১
নওগাঁ	৩	০
সর্বমোট	১৩৬	৪২**

* ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যাতীত। **এদের অনেকেরই ঢাকা মহানগর ভ্রমণের ইতিহাস আছে ও এরা অধিকাংশ পোস্টচিকুনগুনিয়া আর্থ্রাইটিস এ আক্রান্ত।

- আইইডিসিআর হটলাইনে ঢাকা সহ সারা দেশ থেকে গত ৬ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই বিকেল ৫টা পর্যন্ত সর্বমোট ফোনকল এসেছে ২,৭৪৫টি। সম্ভাব্য নতুন রোগী ৯৩৩ জন ও পুরোনো রোগী ১,২২৫ জন। অবশিষ্টরা তথ্য জানতে চেয়েছেন।

চিকুনগুনিয়া রোগীদেরকে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সরাসরি ফিজিওথেরাপি না নেবার অনুরোধ

চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের ফিজিওথেরাপি দেয়া বিষয়ে চিকিৎসা নীতিমালা আলোচনা করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ সভা গত শনিবার ২৯ জুলাই আইইডিসিআর-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, রিউম্যাটলজি বিশেষজ্ঞ, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ও রোগতত্ত্ববিদগণ অংশ নেন। গতকাল ৩০ জুলাই চিকুনগুনিয়া পর্যবেক্ষণ জাতীয় কমিটির সভায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসমর্থিত হয়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ঐক্যমত হচ্ছেঃ

(১) চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হবার পরে জ্বর থাকা পর্যন্ত ব্যথা প্রশমনে ফিজিওথেরাপি দেয়া যাবে না। প্যারাসিটামল ট্যাবলেট ও বরফ বা অন্য কোন ভাবে ঠান্ডা সেঁক দিয়ে ব্যথা কমাতে হবে। এ সময়ে ফিজিওথেরাপি প্রয়োগ চিকুনগুনিয়া রোগীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

(২) জ্বর কমার পরে তিন মাস পর্যন্ত ব্যথা প্রশমনের জন্য রোগী চিকিৎসকের পরামর্শে ঘরে বসেই আক্রান্ত গিরা হালকা নাড়াচাড়া করা বা হালকা ব্যায়াম করে উপকৃত হবেন। এ পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ফিজিওথেরাপি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নেই।

(৩) চিকুনগুনিয়া রোগীর যদি তিন মাস পরেও ব্যথা না কমে, তাহলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ফিজিওথেরাপি দেয়া যেতে পারে।

(৪) সরকারী হাসপাতালে ব্যথা কমানোর পরামর্শ প্রদানের জন্য স্থাপিত আর্থ্রালজিয়া ক্লিনিকে মেডিসিন বিশেষজ্ঞগণ ফিজিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও ফিজিওথেরাপিস্টগণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে রোগীর অবস্থার ভিত্তিতে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থাপত্র প্রদান করবেন।

এ ব্যবস্থার বাইরে চিকুনগুনিয়া রোগীদেরকে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সরাসরি ফিজিওথেরাপি না নেবার পরমর্শ দেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোন পরামর্শের জন্য চিকুনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণ কক্ষের হটলাইনে ও স্বাস্থ্য বাতায়নে (১৬২৬৩) রোগীরা যোগাযোগ করতে পারবেন।

চিকুগুনিয়া দেশে দেশে

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হটলাইন ১৬২৬৩ নম্বরে স্বাস্থ্য বাতায়নে চিকুনগুনিয়া বিষয়ে ২৪ ঘন্টা তথ্য পাবেন।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন- www.iedcr.gov.bd অথবা হটলাইনঃ ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফোন করুন